ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Study Material – 1

Subject: Bengali **শ্রেণী সপ্তম** **Date: 04-May-20**

পাঠ - সভ্য অসভ্য - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক পরিচিতি:

সভ্য অসভ্য গল্পটি লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নামঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম ভগবতী দেবী। চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তার পথচলা শুরু হয়, কিন্তু সেই দারিদ্র কখনোই তার অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমকে রুদ্ধ করতে পারেনি। সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন বারবার। শুধু তাই নয় দানের কৃতিত্বে তিনি হয়ে উঠেছেন দয়ার সাগর। প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেছেন ।নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি। এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই পরলোক গমন করেন।

সারসংক্ষেপ:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত সভ্য ও অসভ্য কাহিনীতে দুজন মানুষের চরিত্র আলোচিত হয়েছে। একজন আমেরিকার আদিম অধিবাসী আর একজন ইউরোপের অধিবাসী। দেখা গেছে দুজনেই একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন কিন্তু দুজনের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি দুই ভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী একদিন পশুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে হাজির হন এবং সামান্য জল ও আহার প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যক্তিটি তাকে জল ও আহার দেওয়ার পরিবর্তে পাপীষ্ঠ বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন।

এর ঠিক ছয় মাস পরে ইউরোপীয় ব্যক্তিটিও মৃগয়া করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হন এবং সারাদিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হয়ে ভয়ার্ত হৃদয়ে প্রাণরক্ষার জন্য উপস্থিত হন এক আদিম নিবাসীর পর্ন শালায়।

সেখানে পৌছে আদিম নিবাসীর কাছ থেকে জল, আহার ও সংস্থানের যথাসম্ভব ব্যাবস্থা পেয়ে এবং উক্ত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরে ইউরোপীয় ব্যক্তিটি তার কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

আসলে সভ্যতা দর্পী অভিজাত্যের অহংকারে মত্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি নাগরিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েও যেভাবে বন্য পশুর মতো নৃশংস আচরণ করেছেন সেখানে সভ্য জাতি হিসেবে তারা গর্ব প্রকাশ করলেও সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যবোধের যথাযথ পরিচয় দিয়ে সভ্য ও অসভ্যের প্রকৃতি একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন তথাকথিত "আমেরিকার আদিবাসী অসভ্য" মানুষটি।

শব্দার্থ:

সভ্য : ভদ্র মার্জিত রুচিসম্পন্ন
বয়স্য বর্গ :বন্ধুগণ
একদা :একদিন
সমভিব্যাহারে:সঙ্গে
অন্বেষণ: খোঁজ
ইতস্তত: এদিক ওদিক
অভিভূত :আচ্ছন্ন
সায়ংকালে: সন্ধ্যাবেলা
সন্নিহিত: কাছাকাছি
কিঞ্চিৎ : কিছু
মৃগয়া : শিকার
উচ্চস্বরে : জোর গলায়
রজনী :ভরাত্রি
কৃতাঞ্জলি পুটে : জোড়হাতে
সাভিনিবেশ: মনোযোগের সঙ্গে
প্রাণ - বিয়োগ: মৃত্যু
অধোবদন: নতমুখ
আলোয়: গৃহ, ঘর
যৎপরোনাস্তি: অত্যন্ত
দন্ডায়মান :দাঁড়িয়ে আছে এমন
সৌজন্য: ভদ্রতা

প্রশ্নোত্তর:

১/সভ্য অসভ্য গল্পটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উঃ বিদ্যাসাগর রচিত আখ্যান মঞ্জরীর প্রথম ভাগ থেকে

২/'কিছু আহার দিয়াআমার প্রাণ রক্ষা করুন' কে কেন একথা বলেছে?
উঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পে সারাদিন পশু শিকারের জন্য বনে বনে ঘুরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইউরোপীয়র বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে এই কথা বলেছিলো।

৩/'অতঃপর তাহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল' কার কথা এখানে বলা হয়েছে ?কেন তার ভয় হলো?
উঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা সভ্য ও অসভ্য গল্প তাহার বলতে ইউরোপীয় ব্যক্তির কথা বোঝানো হয়েছে।

তিনি ও বন্ধুদের সঙ্গে মৃগয়া গিয়ে এবং মৃগের খোজে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বন্ধুদের থেকে সঙ্গ ভ্রষ্ট হলেন ।সন্ধ্যাবেলা পথ খুঁজে না পেয়ে এবং সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত হওয়ায় তার মধ্যেও ভয়ের উদ্রেক হলো।

৪/'ইউরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন' কাকে ইউরোপীয় মহাপুরুষ বলা হয়েছে? তাকে মহাপুরুষ বলা হয়েছে কেন?
উঃ সভ্য ও অসভ্য গল্পে ইউরোপীয় মহাপুরুষ বলতে উদ্দিষ্ট ইউরোপীয় ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। জীবনযাত্রার মানে উন্নত ইউরোপীয় ব্যক্তিটি বেশভূষায় তথাকথিত ভদ্র লোক হলেও তার মধ্যে সামান্যতম মানবতাবোধ ছিলনা ।ক্ষুধার্তকে খাদ্য বা পানীয় দেওয়ার বদলে তিনি তাকে পাপিষ্ট বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বার্থপর এই মানুষটিকে ব্যঙ্গ করে লেখক গল্পে মহাপুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন।

৫/আমেরিকার আদিম অধিবাসী বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উঃ আমেরিকা ইউরোপীয়দের আসার আগে যে জাতি বা উপজাতিরা প্রাচীনকাল থেকে বাস করতেন তাদের এই আমেরিকার আদিম অধিবাসী বলা হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এসব জাতি বা উপজাতিরা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত হন।

৬/"তখন সেই অসভ্য জাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল" কি বলেছিল তা লেখ।
উঃ 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই যে তথাকথিত আমেরিকার আদিবাসী ব্যক্তিটি ইউরোপীয় ব্যক্তিকে গর্বিতভাবে জানিয়েছিল যে আমেরিকার আদিবাসী দরিদ্র হলেও তারা মানবিক গুণের অধিকারী ।তার সৌজন্যবোধ ,সদ্ব্যবহার, সমবেদনা, আতিথিয়তা –সবকিছুই ইউরোপীয় ব্যক্তির স্বার্থকে ছাপিয়ে গেছে। তাই আদিম অধিবাসী তথাকথিত অসভ্য বলে গণ্য হলেও সে ছিল হৃদয় ধনে ধনী। সেই কারণে আমেরিকার আদিবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সৌজন্য ও সৎ ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি সভ্যতার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

Teacher's Name: Antara Ghosh